যুগান্তর

1 APR 2003
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩

সংশোধিত লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি

বিগত ৩০ বছর পর্যন্ত আমাদের শিক্ষার্থীদের ওপর এ দেশে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। এসএসসি ও এইচএসসি মানের শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাইয়ের জন্য সর্বশেষ নিরীক্ষা লেটার গ্রেডিং পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হল। এই বিন্যাস অনুযায়ী বর্তমান প্রচলিত ছয় ধাপের লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি সংস্কার করে সাতটি ধাপে সাজানো হয়েছে। তদনুযায়ী ৮০-১০০ পর্যন্ত প্রাপ্ত নম্বরের জন্য পয়েন্ট ৫, গ্রেড (A+), 'A' গ্রেডে জিপিএ পয়েন্ট ৪ পাওয়ার জন্য দরকার ৭০-৭৯ নম্বর। গ্রেড (A-) এ পয়েন্ট ৩.৫০-এর জন্য নির্ধারিত নম্বর ৬০-৬৯। ২০০৪ সাল থেকে অনুষ্ঠিতব্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ নির্ধারণ করা হবে ৪র্থ বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড যুক্ত করে। নতুন পদ্ধতি ২০০৩ সালে চালু হলে পরীক্ষার্থীরা আগে যেখানে ৬০-৭৯ নম্বর পেয়ে চার পয়েন্ট প্রাপ্ত হয়ে 'A' গ্রেড পেত, এখন থেকে তারা ৭০-৭৯ নম্বর পেয়ে ৪ পয়েন্ট পাবে এবং ৬০-৬৯ পর্যন্ত নম্বর পেয়ে ৩.৫০ পয়েন্ট পাবে। তাহলে 'A' গ্রেড পেতে হলে আগের তুলনায় তাদের ০.৫ পয়েন্ট বেশি পেতে হবে। অর্থাৎ তাদের ০.৫ পয়েন্ট কমে গেল। যাতে করে ২০০৩ সালের পরীক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা কোনভাবেই কাম্য নয়। কারণ, যেহেতু মাত্র এক বছরের ব্যবধানে অর্থাৎ ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় জিপিএ নির্ধারণ হবে ৪র্থ বিষয়ের প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর। এজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সুবিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো পেশ করা হল।

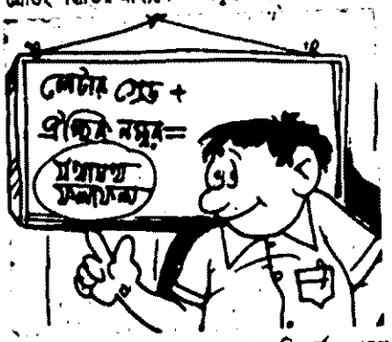

১. গ্রেডিংয়ের নতুন বিন্যাস অনুযায়ী মেধা যাচাই আগামী ২০০৪ সাল থেকে চালু করা হোক।

২. ৬০-৬৯ ধাপ পর্যন্ত নির্ধারিত প্রাপ্ত নম্বরের জন্য গ্রেড (A)-এর পরিবর্তে (B+) নাম করা হোক। কারণ, 'এ মাইনাস' শব্দটি শ্রুতিকটু।

৩. লেটার গ্রেডিং পদ্ধতির ৭টি ধাপের পরিবর্তে ৮ ধাপ করা হোক, যাতে গ্রেডিং (A+)-কে দুই ভাগ করে নম্বর বিন্যাস ৮০-৮৯ এবং ৯০-১০০ পর্যন্ত নির্ধারণ করে গ্রেডিং পয়েন্ট ৪.৫০ এবং ৫ ধরে যথাক্রমে গ্রেড (A+) এবং A+ (Excellent) রাখা হোক।

মোঃ সিরাজউদ্দৌলা চৌধুরী
অডিটর, হিসাব বিভাগ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম